

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
হিসাব ও নিরীক্ষা শাখা
www.ictd.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৬.০০.০০০০.০৮২.০২.০২৪.২০-৬৫

০৮ আশ্বিন ১৪৩১

বিষয়: জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো সরকার-৩য় পর্যায়) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ নিরীক্ষা বছরে সম্পাদিত কমপ্লায়েন্স অডিট প্রতিবেদনের জবাব প্রেরণ।

সত্রঃ বৈদেশিক সাহায্যপ্রকল্প অভিত অধিদপ্তর এর স্মারক নম্বর: ৮২.০৮.০০০০.৬৪৬.৫৬.০০৫.২৩-২৪২, তারিখ: ১৫.০৯.২০২৪ঞ্চ.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো সরকার-ওয়ার্য) প্রকল্প’র ২০২৩-২৪ নিরীক্ষা বছরে সম্পাদিত কমপ্লায়েন্স অডিট প্রতিবেদন এ সাথে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো। অডিট প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত ১৩টি অনুচ্ছেদ উল্থাপন করা হয়েছে।

প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা	SFI	Non-SFI	মোট
জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো সরকার-ত্যও পর্যায়) প্রকল্প, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল।	অনুচ্ছেদ নম্বর: ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭ ও ০৮।	অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৯, ১০, ১১, ১২ ও ১৩।	১৩টি
মোট:	৮টি	৫টি	১৩টি

০২. এমতাবস্থায়, আগামী ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে SFI অনুচ্ছেদসমূহের নিষ্পত্তিমূলক ব্রডশীট জবাব ও প্রমাণক এ বিভাগে প্রেরণ এবং Non-SFI অনুচ্ছেদসমূহের জবাব সরাসরি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অভিট অধিদপ্তরে প্রেরণপূর্বক এ বিভাগ কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ১৬ পাতা।

(মোঃ জাহিদুল ইসলাম)

ফোনঃ ০২-৮১০২৪০৩০ (অফিস)
ই-মেইল: zahid@ictd.gov.bd

নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা
[দাঃআ: সচিব, বিসিসি]

মানব সম্পদ সংরক্ষণ ও সামৰিক ইউনিট	১০/০১/২০২২
প্রতিবেদন নং:	
ফার্মেজুর (স্টেশনেলিপ), NO.০	
আর্থিক পরিচালক (প্রশাসন)	
সহকারী পরিচালক	
আয়োসিসিটে (আইবিএম)	০৫
লিএ	
তারিখ নং:	<i>Ru</i>
তাত্ত্বিক:	
চাকতি:	

সদয় অবগতি ও প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনলিপি প্রেরণ করা হলো:-

- ১। যুগ্মসচিব (বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগ), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।
 - ২। সচিবের একান্ত সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।
 - ৩। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল [জরুরি ব্যবস্থা প্রহরী]
 - ৪। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

নির্বাহী পরিচালকের দণ্ড	
সদমা.....	
পরিচালক (গৃহেন্দা, উদয়বন ও টেলিবন)	
পরিচালন (সি.আপারেন্স ও বিনিয়োগ)	
পরিচালক (জি.টিআই টাই সেটিংস)	
পরিচালক (প্রিমিয়াম ও টেলিবন)	
পরিচালক (BKIICT)	
পরিচালক (মনব স্যাম্প ও স্মো)	
পরিচালক (নেটওয়ার্ক, কোম্পুট ও প্রিভেটব্ল্যান্ড)	
পরিচালক (কল্পনা বেন্ড ও লেন্স একার্ডের্স)	
পরিচালক (পিটি এইচটি)	
পরিচালক (টেলিপ্রেসেন্স ও স্টেইনলেস)	
যোগাযোগ (নেটওয়ার্ক অ্যারেলেন সেটিংস)	
পরিচালক	
পিএ	
ভাইরিন নং	
বছর:	<u>১৫</u>
তারিখ:	<u>১৫/১১/২০১১</u>

ନେ-୪୨.୦୮.୦୦୦୦.୬୪୬୫୬.୦୦୯.୨୩-୨୬୨
18 SEP 2024

মহাপরিচালকের কার্যালয়
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্প অডিট অধিদণ্ডন
অডিট কম্পনেস্বা (৭ম তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা
www.fapad.org.bd

খ: ১৪/০৯/২০২৪

বিষয়ঃ জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ওয়েব গবাব্দী) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ নিরীক্ষা বছরে সম্পাদিত কম্পায়েনে অডিট প্রতিবেদন প্রেরণ ঘোষণে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনস্থ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কর্তৃক বাস্তবায়িত জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায়) প্রকল্পের কমপ্লায়েস অডিট রিপোর্ট সদয় অবগতি এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এন্ডসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: পরিশিষ্টসহ PAR


(মোঃ শাহনেওয়াজ শাওন)

সচিব

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা।

ନେ-୮୨,୦୪,୦୩୦୦,୬୪୬,୫୬,୦୦୯,୨୩-

তারিখ: /০৯/২০২৪

সদয় অবগতি ও প্রযোজনীয় বিষয়স্থা গ্রহণের জন্য অনবোধ কুবা হলো (জোষ্টতার জ্ঞানস্তাবে নয়)

১. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), প্রধান কার্যালয়, আগরগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
 ২. প্রকল্প পরিচালক, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ শ্রমিক অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার তথ্য পর্যায়) প্রকল্প, আইসিটি টাওয়ার, আগরগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
 ৩. অফিস কপি।

ମୁଗ୍ଧାତିବ (ବାଜେଟ୍ ଓ ନିରୀଳ ଅନୁବିଷ୍ଟାଗ)	ଏହି ଦସ୍ତଖତ
ବାଜେଟ୍ ଓ ନିରୀଳ ଅନୁବିଷ୍ଟାଗ	
ବାଜେଟ୍ ବାଜେଟ୍ ପାର୍ଶ୍ଵ	
ଉପଥମ ବାଜେଟ୍ ପାର୍ଶ୍ଵ	
ହିମାଳ ଓ ନିରୀଳ ପାର୍ଶ୍ଵ	
ବାର୍ଷିକାତ ବାର୍ଷିକାତ	
ବାକ୍ ବି	
ଡାଯାରୀ:	୩୨୭/୧୮

(ମୋଟ ଶାହନ୍ତେଓୟାଜ ଶାଓନ)
ଉପପରିଚାଳକ, ମେଟ୍ରୋ-୬
ଫୋନ୍: ୦୨-୨୨୬୬୬୩୬୦୫

SFI অনুচ্ছেদ সমূহ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	মন্তব্য
১	অর্থ মন্ত্রনালয়ের নির্দেশনা ভঙ্গ করে রাজস্ব খাত হতে আগত প্রকল্প কর্মকর্তাদের অনিয়মিতভাবে প্রকল্প সুবিধা (এন্ড অব এ্যালোয়েস) দেয়ায় প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি ২৯,৭৭,৫২৫.০০ টাকা।	২৯,৭৭,৫২৫.০০	ফিন্যান্সিয়াল প্রজেক্ট অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-০১
২	সরকার ও বিসিসি এর মাঝে সাবসিডিআরি লোন এগ্রিমেন্ট (এসএলএ) স্বাক্ষরিত হয় নাই।	০	ফিন্যান্সিয়াল প্রজেক্ট অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-০২
৩	প্রকল্প বহুত্তৃত কাজে প্রকল্পের গাড়ি ব্যবহার করে এর জ্বালানী ও মেরামত বাবদ অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে ২০,০৩,০৪৪.০০ টাকা।	২০,০৩,০৪৪.০০	
৪	পিপিআর-২০০৮ এর বিধি লজ্জান করে রেস্পন্সিভ সর্বনিম্ন দরদাতাকে কাজ না দিয়ে পরবর্তী সর্বনিম্ন দেয়ায় আর্থিক ক্ষতি ২,৩৫,৯৫,৯৯৫ টাকা।	২,৩৫,৯৫,৯৯৫.০০	
৫	রেস্পন্সিভ দরদাত থাকার পরেও পুনরায় দরপত্র আহবান করে চুক্তি সম্পাদন করায় আর্থিক ক্ষতি ১,৪০,৬৯,৯৯৬ টাকা।	১,৪০,৬৯,৯৯৬.০০	
৬	আরসিসি পোলের ইউনিট রেট পরিবর্তন করে ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে ৪,৮৮,৭৭,১৬৮.০০ টাকা।	৪,৮৮,৭৭,১৬৮.০০	
৭	সরবরাহকারীকে বিল প্রদানের বিপরীতে ভ্যাট ও আইটি সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরবারের আর্থিক ক্ষতি ২৫,৬১,৬৭,০০১.৩০ টাকা।	২৫,৬১,৬৭,০০১.৩০	
৮	টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন লংমন করে গাড়ি ক্রয় বাবদ অনিয়মিতভাবে খরচ করা হয়েছে ১,৫০,২৪,২৭৫.৫১ টাকা।	১,৫০,২৪,২৭৫.৫১	
	সর্বমোট	৩৬,২৭,১৫,০০৫.০০	

কথায়: ছত্রিশ কোটি সাতাশ লাক্ষ পনের হাজার পাঁচ টাকা মাত্র।

অনুচ্ছেদ নথির: ০১ (ফিন্যাসিয়াল প্রজেক্ট অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ ম-০১)

শিরোনাম: অর্থ মন্ত্রনালয়ের নির্দেশনা ভঙ্গ করে রাজস্ব খাত হতে আগত প্রকল্প কর্মকর্তাদের অনিয়মিতভাবে প্রকল্প সুবিধা (এন্ড অব ইয়ার এ্যালাউয়েস) দেয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ২৯,৭৭,৫২৫.০০ টাকা।

বিবরণ:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনস্ত বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত “জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ওর পর্যায়) (গৱা সংশোধিত)” প্রকল্পের শুরু হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, অর্থ মন্ত্রনালয়ের নির্দেশনা ভঙ্গ করে রাজস্ব খাত হতে আগত প্রকল্প কর্মকর্তাদের অনিয়মিতভাবে প্রকল্প সুবিধা (এন্ড অব ইয়ার এ্যালাউয়েস) দেয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ২৯,৭৭,৫২৫.০০ টাকা।

নিরীক্ষা দল কর্তৃক প্রকল্পের আরডিপিপি, ক্যাশ বুক, ফিন্যাসিয়াল স্টেটমেন্ট, বেতন-ভাতা সম্পর্কিত নথি এবং বিল/ভাউচার যাচাই করা হয়। উক্ত ডকুমেন্টসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায়, একজন প্রকল্প পরিচালক এবং দুইজন উপপ্রকল্প পরিচালক (যারা রাজস্ব খাত হতে আসবেন) নিয়ে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিম গঠিত হয়। প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তা বা কর্মচারীরা সরাসরি অথবা আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত হবেন।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়, আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রত্যেক বছর শেষে দুই মাসের সাকুল্য বেতনের সম্পরিমাণ ভাতা গ্রহন (এন্ড অব ইয়ার এ্যালাউয়েস) করেন। কিন্তু, অর্থ মন্ত্রনালয় কর্তৃক জারিকৃত আদেশ বং-অম/অবি/উ:১/বিবিধ-৫২/৯৬/৪১৬, তারিখ: ১৪.১০.১৯৯৭ এবং অম/অবি/উঃবা:১/বিবিধ-৩৮/৯৮/৪৬৪, তারিখ: ২৪.০৫.২০০৪ (সংশ্লিষ্ট-৪৮ ও ৩৮, উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ অবযুক্তি নির্দেশিকা-২০১৮), মোতাবেক যে সকল কর্মচারী সাকুল্য বেতনে নিয়োজিত হবেন এবং প্রকল্প শেষ হওয়া মাত্রাই তাঁদের চাকরির মেয়াদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাপ্ত হবে এরকম সাকুল্য বেতনে নিয়োজিত কর্মচারী প্রতিবছর চাকরির জন্য দুই মাসের সাকুল্য বেতনের সম্পরিমাণ ভাতা প্রাপ্ত হবেন। প্রকল্প শেষে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হলে এধরনের ভাতা প্রাপ্ত হবেন না। অর্থাৎ প্রকল্পে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ তথ্য প্রকল্প সমাপ্তিতে যাদের চাকরি সমাপ্ত হবে এবং রাজস্বভুক্ত কোন ব্যক্তি এধরনের ভাতা প্রাপ্ত হবেন না। এক্ষেত্রে বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসরণ না করে, প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করে রাজস্ব খাত হতে আগত ব্যক্তিদেরও এন্ড অব ইয়ার এ্যালাউয়েস নামক ভাতা যুক্ত করে অন্যান্য সুবিধা দেয়া হয়েছে।

এছাড়া, জাতীয় বেতন ক্ষেল-২০১৫ এর অনুচ্ছেদ-২২ অনুসারে একজন সরকারি কর্মচারী নিজ অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মূল বেতনের ১০% হারে সর্বোচ্চ ১৫০০ টাকা প্রাপ্ত হবেন। এবং অনুচ্ছেদ-৩২ মোতাবেক সকল প্রকার প্রেৰণভাতা বিলুপ্ত হবে।

ফলে, বিদ্যমান বিধিবিধান অনুসরণ না করে অনিয়মিতভাবে রাজস্ব খাত হতে আগত প্রকল্প কর্মকর্তাদের অনৈতিক প্রকল্প সুবিধা প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ২৯,৭৭,৫২৫.০০ টাকা। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্টে দেখানো হলো-০১।

উক্ত লেনদেনকালে জনাব বিকর্ণ কুমার ঘোষ (০৮.০২.২০১৭-৩১.০১.২০২৩) এবং জনাব প্রণব কুমার সাহা (০১.০২.২০২৩-২১.১২.২৩) প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

অনিয়মের কারণ: সরকারি আর্থিক বিধি বাহির্ভূত সুবিধা গ্রহন এবং জাতীয় বেতন ক্ষেল-২০১৫, অর্থ মন্ত্রনালয় কর্তৃক জারিকৃত আদেশ বং- অম/অবি/উ:১/বিবিধ-৫২/৯৬/৪১৬, তারিখ: ১৪.১০.১৯৯৭ ও অম/অবি/উঃবা:১/বিবিধ-৩৮/৯৮/৪৬৪, তারিখ: ২৪.০৫.২০০৪ (সংশ্লিষ্ট-৪৮ ও ৩৮, উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ অবযুক্তি নির্দেশিকা-২০১৮) এড় লজ্জান।

অডিটি প্রতিট্যানের জবাব: অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী এন্ড অব এ্যালোয়েস প্রজেক্ট পারসোনেলদের দেয়া হয়েছে। সুতরাং আপন্তি নিষ্পত্তি করা হোক।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব আপন্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয় কেননা প্রকল্পে কর্মব্রত জনবলের যেকোন আর্থিক সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বিদ্যমান বিধিবিধান লজ্জান করে ডিপিপিতে এন্ড অব এ্যালোয়েস এর প্রতিশ্রুতি যুক্ত করে রাজস্ব খাতভুক্ত কর্মকর্তাদের অনৈতিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্ডার অনুযায়ী এই ভাতা শুধুমাত্র তারাই

পাবেন যারা সাকুল্যে বেতনে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন এবং প্রকল্প শেষে যাদের রাজস্বখাতে স্থানান্তর করা হবে না। প্রেষণে
নিয়োজিত কেউ এই ভাতা প্রাপ্ত হবেন না।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০২ (ফিল্যাণ্ডিয়াল প্রজেক্ট অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-০২)

শিরোনাম: সরকার ও বিসিসি এর মাঝে সাবসিডিয়ারি লোন এগ্রিমেন্ট (এসএলএ) স্বাক্ষরিত হয় নাই।

বিবরণ:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনস্থ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত “জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ওয় পর্যায়) (ওয় সংশোধিত)” প্রকল্পের প্রক হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, সরকার ও বিসিসি এর মাঝে সাবসিডিয়ারি লোনে এগ্রিমেন্ট (এসএলএ) স্বাক্ষরিত হয় নাই।

নিরীক্ষা দল কর্তৃক প্রকল্পের আরডিপিপি, চুক্তিপত্র, কনসেশনাল লোন এগ্রিমেন্ট, কাশ বুক যাচাই করা হয়েছে। ডকুমেন্টসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায়, ইনফো সরকার-ও প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এবং চায়না রেলওয়ে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ কো. লিমিটেড এর সাথে ৩১.০৮.২০১৬ খ্রি. তারিখে ১২২৭৪১.৪৯ লাখ টাকা মূল্যের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির আওতায় চায়না রেলওয়ে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ কো. লিমিটেড কর্তৃক নেটওয়ার্কের সার্ভে, ডিজাইন, নেটওয়ার্কের জন্য যন্ত্রপাতি উৎপাদন ও সরবরাহ এবং এসব যন্ত্রপাতির এর ইঙ্গিল, ইনটিগ্রেট, টেস্টিং, কমিশন এবং এগুলোর অপারেশন ও মেইনটেনেন্স সাপোর্ট প্রদান করা হবে। উক্ত কমার্শিয়াল চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে বাংলাদেশ সরকার (ইআরডি) ২৭.১০.২০১৭ খ্রি. তারিখে চায়না একিম ব্যাংকের সাথে একটি কনসেশনাল লোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার চুক্তিমূল্য ১০৪,২৮,৩২,৯৯৭.০০ রেনমিনবি বা ১২২৭৪১.৪৯ লাখ টাকা।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল একটি আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্টার্টাপি পাবলিক অথোরিটি বা এসপিএ। একটি অর্থিত হিসেবে এটির নিজস্ব ফান্ড থাকবে তার নিজস্ব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য। আবার বিসিসি যেহেতু চায়না রেলওয়ে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ কো. লিমিটেড এর সাথে কমার্শিয়াল লোন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে তাই এই লোনের দায় শোধ করা প্রাথমিকভাবে বিসিসি এর উপর বর্তায়। তাই চূড়ান্তভাবে এই খণ্ড বিসিসি কে পরিশোধ করতে হবে। বিসিসি কে এই লোন পরিশোধের জন্য অর্থবিভাগ ও বিসিসি এর মধ্যে একটি সাবসিডিয়ারি লোন এগ্রিমেন্ট (এসএলএ) স্বাক্ষরিত হতে হবে। কিন্তু নিরিষ্কারণীয় সময় পর্যন্ত অর্থ বিভাগ ও বিসিসি এর মাঝে কোন এসএলএ স্বাক্ষরিত হয় নাই। ফলে বিসিসি কিভাবে এ খণ্ড পরিশোধ করবে তার কোন দিকনির্দেশনা নেই এবং গ্যারান্টির হিসেবে সরকার কিভাবে এ লোন বিসিসি এর নিকট হতে আদায় করবে তার নির্দেশনা না থাকায় সরকারের প্রচলন দায় বৃদ্ধির ঝুঁকি রয়েছে।

অর্থবিভাগ কর্তৃক জারিকৃত ডিএসএল একাউন্টস এবং গাইডলাইনসঃ ২০১৪-১৬ (আদেশ নং- অম/অবি/ডিএসএল-২/৬৫/০৭/৭৮৪, তারিখ: /০৬/২০১৬) এবং প্রবর্তীতে জারিকৃত ডিএসএল সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসারে, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার খানে স্বায়ত্ত্বাস্তুত সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নকারী সংস্থার মধ্যে একটি সম্পূরক ঝন চুক্তি বা Subsidiary Loan Agreement থাকা আবশ্যক। এছাড়া, অর্থবিভাগের ডিএসএল অনুবিভাগ কর্তৃক জারিকৃত “দ্য প্রসেজিউর টু রেগুলেট দ্যা ডেবট এ্যাড কন্টিনজেন্ট লায়াবিলিটিজ অব দ্যা স্টেট ওনড এন্টারপ্রাইজ (এসওই) এড অটোনোমাস বডিস (এবি)” এর ক্লজ নং-৮.১ অনুযায়ী, রিপেমেন্ট প্রসেস এর ফরমালাইজ করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও বিসিসি এর মাঝে একটি সাবসিডিয়ারি লোন এগ্রিমেন্ট (এসএলএ) স্বাক্ষরিত হওয়া উচিত।’ কিন্তু প্রকল্প কর্তৃপক্ষ অর্থবিভাগের সাথে এধরনের কোন সম্পূরক ঝন চুক্তি স্বাক্ষর করেন নি যা সরকারের প্রচলন দায় বৃদ্ধির ঝুঁকি রয়েছে।

উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নকালে জনাব বিকর্গ কুমার ঘোষ (০৮.০২.২০১৭-৩১.০১.২০২৩) এবং জনাব প্রণব কুমার সাহা (০১.০২.২০২৩-২১.১২.২৩) প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

অন্তর্যামীর কারণ: অর্থবিভাগের আদেশ নং- অম/অবি/ডিএসএল-২/৬৫/০৭/৭৮৪, তারিখ: /০৬/২০১৬ এবং ডিএসএল অনুবিভাগ কর্তৃক জারিকৃত “দ্য প্রসেজিউর টু রেগুলেট দ্যা ডেবট এ্যাড কন্টিনজেন্ট লায়াবিলিটিজ অব দ্যা স্টেট ওনড এন্টারপ্রাইজ (এসওই) এড অটোনোমাস বডিস (এবি)” এর ক্লজ নং-৮.১

অভিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: প্রকল্পটি একটি Z-Type প্রকল্প। মূলত কোন ধরনের আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়নি। ফলে আপত্তি নিষ্পত্তি করার অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা যন্ত্র্য: জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয় কেবল বিসিসি একটি স্টাটুটারি পাবলিক অথোরিটি। সুতরাং অথোরিটি হিসেবে তাদের সরকারের সাথে সম্পূরক খন চুক্তি কিংবা সম্পূরক অনুদান চুক্তি করতে হবে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি একটি Z-Type প্রকল্প বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পিপিপি চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। তাই এক্ষেত্রে সরকারের সাথে সম্পূরক খন চুক্তি নিদেনপক্ষে সম্পূরক অনুদান চুক্তি সম্পাদিত হওয়া বাস্তুনীয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ: যত দ্রুত সম্ভব সরকারের সাথে সম্পূরক খন চুক্তি/সম্পূরক অনুদান চুক্তি করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৩

শিরোনাম: প্রকল্প বহির্ভূত কাজে প্রকল্পের গাড়ি ব্যবহার করে এর জ্ঞালানী ও মেরামত বাবদ অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে ২০,০৩,০৪৮.০০ টাকা।

বিবরণ:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনস্থ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত “জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ওয়ার্কশপ) (৩য় সংশোধিত)” প্রকল্পের শুরু হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রকল্প বহির্ভূত কাজে প্রকল্পের গাড়ি ব্যবহার করে অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে ২০,০৩,০৪৮.০০ টাকা।

নিরীক্ষা দল কর্তৃক ডিপিপি, ভেঙ্গিল লিস্ট, জ্ঞালানী খরচের নথি, মেরামতের নথি যাচাই করা হয়েছে। উক্ত ডকুমেন্টসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় ইনফো সরকার ওয়ার্কশপ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ডিপিপিতে চারটি গাড়ির প্রবিধান রয়েছে যা প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত হবে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ চারটি গাড়িই ক্রয় করে। উন্নিখিত চারটি গাড়ির তিনটি প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত হলেও একটি গাড়ি প্রকল্প বহির্ভূত কাজে ব্যবহার করা হয়।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়, প্রকল্পের গাড়ি নং- ঢাকা মেট্রো ঘ ১৮-১৪২৭ প্রকল্প পরিচালক মহোদয়ের ব্যবহার করার কথা থাকলেও তিনি গাটিটি ব্যবহার করেননি। তিনি একজন প্রাধিকারণাণ্ট কর্মকর্তা হওয়ায় প্রতিমাসে গাড়ি সেবা নগদায়নবাবদ পূর্ণ ৫০০০০ টাকা উত্তোলন করেছেন। এক্ষেত্রে উন্নিখিত গাড়ি নং- ঢাকা মেট্রো ঘ ১৮-১৪২৭ এর লগ বই পর্যালোচনা করে দেখা যায় গাড়িটি মূলত আইসিটি মন্ত্রণালয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। তদুপরি গাড়িটির জ্ঞালানী খরচ এবং মেরামত ব্যয় প্রকল্প হতে বহন করা হয়েছে। ফলে প্রকল্প বহির্ভূত কাজে প্রকল্পের গাড়ি ব্যবহার করে এর জ্ঞালানী ও মেরামত খরচ বাবদ অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে ২০,০৩,০৪৮.০০ টাকা। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্টে দেখানো হলো-০৩।

উক্ত লেনদেনকালে জনাব বিকর্ণ কুমার ঘোষ (০৮.০২.২০১৭-৩১.০১.২০২৩) এবং জনাব প্রণব কুমার সাহা (০১.০২.২০২৩-২১.১২.২৩) প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

অনিয়মের ব্যাখ্যা: প্রকল্প বহির্ভূত কাজে প্রকল্পের গাড়ি ব্যবহার করে অনিয়মিতভাবে খরচ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিচানের জ্বাব: ইনফো-সরকার ওয়ার্কশপ প্রকল্পের কার্যক্রম বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অন্যতম কার্যক্রম যা দেশের ৬৩টি জেলা, ৪৮৮টি উপজেলা এবং ২৬০০টি ইউনিয়নে বিস্তৃত। ইনফো-সরকার ওয়ার্কশপ প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকীর জন্য আইসিটি বিভাগের কর্মকর্তাগণ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে পরিদর্শন করেছেন। তদারকীর অংশ হিসেবে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ও ইনফো-সরকার ওয়ার্কশপের কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য ৬৩টি জেলা, ৪৮৮টি উপজেলা এবং ২৬০০টি ইউনিয়নে ভ্রমন করেছেন। যা প্রকল্পের স্বার্থেই করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ মনে করে। বর্ণিত যুক্তিকৃতার আলোকে উত্থাপিত অডিট আপ্টি নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব আপ্টি নিষ্পত্তির সহায়ক নয় কেননা গাড়ির লগবই এবং অন্যান্য ডকুমেন্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে গাড়িটি কেবল উক্তরা এবং সচিবালয়ে যাওয়া আসার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। ঢাকার বাইরে ইউনিয়ন বা উপজেলা পর্যায়ে ভ্রমন হয়নি এবং এসংক্রান্ত কোন ভ্রমন আদেশ নিরীক্ষাকালীন প্রকল্প কর্তৃপক্ষ দেখাতে সক্ষম হয়নি। উপরন্ত, প্রকল্প পরিচালক মহোদয় কর্তৃক বিসিসি এর নির্বাচী পরিচালক মহোদয়ের নিকট প্রেরিত পত্রের আলোকে দেখা যায় উক্ত গাড়িটি আইসিটি প্রতিমন্ত্রী মহোদয় ব্যবহার করেছেন এবং উক্ত গাড়ির জ্ঞালানী ব্যয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর হতে বহন না করে উক্ত প্রকল্প থেকে বহন করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রকল্পের গাড়িটি প্রকল্প বহির্ভূত কাজে ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু গাড়িটির তেল খরচ ও মেরামত খরচ প্রকল্প হতে নেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিকৃত অর্থসরকারি কোমাগারে জমা প্রদান করতে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৪

শিরোনাম: পিপিআর-২০০৮ এর বিধি লজ্জন করে রেস্পিসিভ সবনিম দরদাতাকে কাজ না দেয়ায় আর্থিক ক্ষতি ২,৩৫,৯৫,৯৯৫ টাকা।

বিবরণ:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনস্ত বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত “জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনকো-সরকার ওয় গার্যান্সি) (ওয় সংশোধিত)” প্রকল্পের শুরু হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, পিপিআর-২০০৮ এর বিধি লজ্জন করে রেস্পিসিভ সবনিম দরদাতাকে কাজ না দেয়ায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ২,৩৫,৯৫,৯৯৫ টাকা।

নিরীক্ষাকালে প্রকল্পের ডিপিপি, বিভিন্ন অঞ্চলে HDPE Duct সাপ্লাইয়ের প্রক্রিউরেনেট ফাইল, সংশ্লিষ্ট টেক্নারসমূহের ইজিপি এর নথিসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উল্লেখিত প্রকল্পের অধীনে দেশের আটটি বিভাগে ৭৫০০ কিলোমিটার প্রক্রিয়া প্রয়োজন করা হয়েছে। উক্ত নথিসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উল্লেখিত প্রকল্পের অধীনে দেশের আটটি বিভাগে ৭৫০০ কিলোমিটার প্রক্রিয়া প্রয়োজন করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রয়োজন করা হয়েছে ২,৩৫,৯৫,৯৯৫ টাকা।

উপরোক্ত প্রকল্পের ইজিপি এর নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ এবং খুলনা-বরিশাল বিভাগে সবনিম দরদাতা “বেঙ্গল প্লাস্টিক পাইপস লিমিটেড” কে কারিগরি মূল্যায়নে ননরেস্পিসিভ করে পরবর্তী সবনিম দরদাতার অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, Tender Evaluation Report-2 (TER-2) থেকে দেখা যায় যে, টেক্নিক্যাল স্পেসিফিকেশন যথাযথ না হওয়ায় বেঙ্গল প্লাস্টিক পাইপস লিমিটেডকে কারিগরিভাবে ননরেস্পিসিভ করা হয়। কিন্তু ইজিপি সিস্টেমের ই-অডিট মডিউল থেকে “বেঙ্গল প্লাস্টিক পাইপস লিমিটেড” এর সরবরাহকৃত ব্রোশিয়ার যাচাই করে দেখা যায় বেঙ্গল প্লাস্টিক পাইপস লিমিটেডের সরবরাহকৃত ডাট্টের কারিগরি সম্মতা রয়েছে।

উল্লেখ্য, ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগে সবনিম দরদাতা বেঙ্গল প্লাস্টিক পাইপস লিমিটেডের উদ্বৃত্ত মূল্য ছিল ১৭,১৫,৭৮,০০৮/- টাকা। অন্যদিকে কার্যাদেশপ্রাণ দরদাতা আরএফএল প্লাস্টিকস লিমিটেড এর উদ্বৃত্ত মূল্য ছিল ১৯,২৫,০০,০০০ টাকা। অর্থাৎ $(১৯,২৫,০০,০০০ - ১৭,১৫,৭৮,০০৮) = ২,০৯,২১,৯৯৫.৬০$ টাকার আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। একইভাবে খুলনা-বরিশাল বিভাগে বেঙ্গল প্লাস্টিক পাইপস লিমিটেডের উদ্বৃত্ত মূল্য ছিল ১০,৯১,৮৬,০০২/- টাকা এবং কার্যাদেশপ্রাণ দরদাতা আরএফএল প্লাস্টিকস লিমিটেড এর উদ্বৃত্ত মূল্য ছিল ১১,১৮,৬০,০০২ টাকা। ফলে $(১১,১৮,৬০,০০২ - ১০,৯১,৮৬,০০২) = ২,৬,৭৪,০০০/-$ টাকার আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। ফলে রেস্পিসিভ সবনিম দরদাতাকে কাজ না দেয়ায় দুইটি প্যাকেজে মোট আর্থিক ক্ষতি হয়েছে $(২,০৯,২১,৯৯৫.৬০ + ২,৬,৭৪,০০০) = ২,৩৫,৯৫,৯৯৫$ টাকা। বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৪ দ্রষ্টব্য।

আরও উল্লেখ্য যে, টেক্নারগুলো ইজিপিতে আহবান ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কাজের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ইজিপি সিস্টেমের পাশাপাশি ম্যানুয়াল টেক্নারগুলো মূল্যায়ন করে। উক্ত মূল্যায়নে ‘বেঙ্গল প্লাস্টিক পাইপস লিমিটেড’ কে কারিগরিভাবে রেস্পিসিভ করা হয়। কিন্তু দরপত্রের শর্ত (দরপত্র উপাত্ত শীট বা TDS এর অনুচ্ছেদ ১৫ ও ২৩) মোতাবেক কোন একজন দরপত্রদাতা যদি চারটি প্যাকেজের একটি প্যাকেজে কাজ পায় তাহলে তিনি অন্য কাজের জন্য ননরেস্পিসিভ হবেন। ফলে বেঙ্গল প্লাস্টিক পাইপস লিমিটেড অন্য একটি কাজে কার্যাদেশ প্রাণ হওয়ায় উপরোক্ত প্রতিযোগিতাকে সীমাবদ্ধ করে। এছাড়া, ইজিপি সিস্টেমে আহবানকৃত দরপত্রের মূল্যায়ন ইজিপি সিস্টেমেই করতে হবে। ইজিপি সিস্টেমে মূল্যায়ন করলে দরপত্র মূল্যায়নে এধরনের ম্যানিপুলেশনের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সম্পূর্ণ অনিয়মিতভাবে দরপত্রে অযাচিত শর্ত যুক্ত করে এবং ইজিপি সিস্টেমে দরপত্র মূল্যায়ন না করে ম্যানুয়াল দরপত্র মূল্যায়ন করে বেঙ্গল প্লাস্টিক পাইপস লিমিটেড’ কে নন রেস্পিসিভ করা হয় যার ফলে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ২,৩৫,৯৫,৯৯৫ টাকা।

অনিয়মের কারণ: পিপিএ-২০০৬ এর ধারা ২৫ এবং পিপিআর-২০০৮, বিধি-৩৬(১) (ক) ও ৯৮ এর লজ্জন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: প্রকল্প কর্তৃপক্ষ আপত্তির বিপরীতে কোন জবাব প্রদান করেননি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ রেসপন্সিভ সবনিম দরদাতাকে কাজ না দিয়ে দ্বিতীয় সবনিমকে কাজ প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ বিধিবিহীনভাবে দ্বিতীয় সবনিম দরদাতাকে কাজ প্রদান করায় দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৫

শিরোনাম: রেস্পন্সিভ দরদাতা থাকার পরেও পুনরায় দরপত্র আহবান করে চুক্তি সম্পাদন করায় আর্থিক ক্ষতি ১,৪০,৬৯,৯৯৬ টাকা।

বিবরণ:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনস্ত বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত “জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইলেক্ট্রো-সরকার ওয়ার্কস) (৩য় সংশোধিত)” প্রকল্পের শুরু হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, রেস্পন্সিভ দরদাতা থাকার পরেও পুনরায় দরপত্র আহবান করে চুক্তি সম্পাদন করায় আর্থিক ক্ষতি ১,৪০,৬৯,৯৯৬ টাকা।

নিরীক্ষাকালে প্রকল্পের ডিপিপি, বিভিন্ন অঞ্চলে HDPE Duct সাপ্লাইয়ের প্রকিউরেমেন্ট ফাইল, সংশ্লিষ্ট টেক্নারসমূহের ইজিপি এর নথিসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। উক্ত নথিসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উল্লেখিত প্রকল্পের অধীনে ৭৫০০ কিলোমিটার HDPE Duct সাপ্লাইয়ের প্যাকেজিংকে চারটি ভিন্ন ভিন্ন লটে ভাগ করে দরপত্র আহবান করা হয় যাদের আইডি নং-১৯১৮১৯, ১৯১৮২৯, ১৯১৮২৭ এবং ১৯১৮৩০। এদের মধ্যে কেবলমাত্র আইডি নং-১৯১৮৩০ এর অধীনে রাজশাহী-রংপুর বিভাগে ১৯০০ কিলোমিটার ডাক্ষ সাপ্লাইয়ের জন্য “লীলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজ” এর সাথে ১৪,৬৩,০০,০০০/- টাকার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অন্যান্য আইডি সমূহের বিপরীতে আহবানকৃত দরপত্র মূল্যায়ন করে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি জানান যে, উক্ত দরপত্রসমূহের উদ্কৃত মূল্য দাগুরিক প্রাক্কলন তথা বাজারদর হতে অত্যাধিক পরিমাণে বেশি এবং পুনরায় দরপত্র আহবানের সুপারিশ করা হয়।

প্রথম দফায় উল্লেখিত দরপত্রসমূহ যাচাই করে চারটি দরপত্রের বিপরীতে সর্বমোট মূল্য দাঁড়ায় ৫৯,২৫,৭০,০১৩/- মেখানে পুনরায় দরপত্র আহবানের ফলে মোট দরপত্রমূল্য দাঁড়ায় ৬০,৬৬,৪০,০০৯/- টাকা। অর্থাৎ, পুনরায় দরপত্র আহবান করার ফলে অতিরিক্ত ১,৪০,৬৯,৯৯৬/- টাকার আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দাগুরিক প্রাক্কলন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোমিটার ডাক্ষের মূল্য কোন ভিত্তিতে ৮০,০০০/- টাকা নির্ধারিত করা হয়েছে সে বিষয়ে কোন বিভাজন (breakdown) দাগুরিক প্রাক্কলনের সাথে সংযুক্ত করা হয় নি। তাই দাগুরিক প্রাক্কলনের সঠিকভা যাচাই করাও সম্ভব হয় নি। উপরন্ত দরপত্রে নামাবিধ শর্ত আরোপ করে সর্বনিম্ন দরদাতাকে নবরেস্পন্সিভ করা হয়। পরবর্তীতে পুনরায় দরপত্র আহবান করা হলে একই দরপত্রদাতারাই দরপত্রে অংশগ্রহণ করে। যার ফলস্বরূপ পুনরায় দরপত্র আহবান করার ফলে অতিরিক্ত ১,৪০,৬৯,৯৯৬/- টাকার আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: রেস্পন্সিভ দরদাতা থাকার পরেও পুনরায় দরপত্র আহবান করে চুক্তি সম্পাদন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কোন জবাব প্রদান করেননি।

নিরীক্ষা মন্তব্য: প্রথম দফায় দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদনে দরপত্রসমূহের উদ্কৃত মূল্য দাগুরিক প্রাক্কলন তথা বাজারদর হতে অত্যাধিক পরিমাণ বেশি হওয়ায় পুনরায় দরপত্র আহবানের সুপারিশ করা হলেও পরবর্তীতে মোট দরপত্রমূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

নিরীক্ষার সুপারিশ: বিধি লংঘন করে রেস্পন্সিভ দরদাতা থাকার পরেও পুনরায় দরপত্র আহবান করায় দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৬

শিরোনাম: আরসিসি পোলের একক মূল্য পরিবর্তন করে ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে ৪,৮৮,৭৭,১৬৮.০০ টাকা।

বিবরণ:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনস্ত বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত “জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইলেক্ট্রো-সরকার ওয়ার্কার) (ওয়ার্কশপার্ক)” প্রকল্পের শুরু হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, আরসিসি পোলের একক মূল্য পরিবর্তন করে ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে ৪,৮৮,৭৭,১৬৮.০০ টাকা।

নিরীক্ষা দল কর্তৃক প্রকল্পের চুক্তিপত্র, বিওকিউ, আরডিঃপি, নেটশীট এবং বিল/ভাউচার যাচাই করা হয়েছে। উক্ত ডকুমেন্টসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ফাইবার এট হোম লিমিটেড এর সাথে ২৪,০৯,২০১৭ খ্রি তারিখে প্যাকেজ নং-ড্রিউডি-০১ এর অধীনে ১৮৯,৯৪,২০,৭১৭ টাকা মূল্যের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির আওতায় ফাইবার এট হোম লিমিটেড কর্তৃক উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদে নেটওয়ার্ক টোপলজীর সার্ভের, ডিজাইনের ইস্টলেশন, টেস্টিং ও কমিশনিং করা হবে, অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের লাইন টানা এবং পথ রিনোভেশন করা হবে। উক্ত চুক্তিটি ০৩.০৩.২০২২ খ্রি তারিখে ৬ষ্ঠ বারের মত সংশোধন করা হলে সংশোধিত চুক্তিমূল্য দাড়ায় ২৩৯,২৬,১৪,২৯০,৯৩ টাকা। আবার প্রকল্প কর্তৃপক্ষ সামিট কমিউনিকেশন লিমিটেড এর সাথে ২৫.০৯.২০১৭ খ্রি তারিখে প্যাকেজ নং-ড্রিউডি-০২ এর অধীনে ১৮৮,৫২,৩৫,৪৫৮.০০ টাকা মূল্যের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির আওতায় সামিট কমিউনিকেশন লিমিটেড কর্তৃক উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদে নেটওয়ার্ক টোপলজীর সার্ভের, ডিজাইন করা হবে, একটিভ ডিজাইনের ইস্টলেশন, টেস্টিং ও কমিশনিং করা হবে, অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের লাইন টানা এবং পথ রিনোভেশন করা হবে। উক্ত চুক্তিটি ০৩.০৩.২০২২ খ্রি তারিখে ৬ষ্ঠ বারের মত সংশোধন করা হলে সংশোধিত চুক্তিমূল্য দাড়ায় ২৪৩,০৪,২৩,৯০৮.১৮ টাকা।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়, এই প্রকল্পের আওতায় ১৬০০ ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল লাইন স্থাপন করতে গিয়ে যেসব এলাকায় ইলেক্ট্রিক পোল নেই সেসব স্থানে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল দিয়ে ওভারহেড লাইন স্থাপনের জন্য আরসিসি পোলের দরকার হয়। প্রাথমিকভাবে ১২০০টি আরসিসি পোল স্থানের জন্য চুক্তি করা হয় এবং প্রতিটি আরসিসি পোলের এককমূল্য নির্ধারণ করা হয় ৫০০০ টাকা। কিন্তু পরবর্তীতে ভেরিয়েশনের মাধ্যমে আরসিসি পোলের সংখ্যা বাড়ানো হয়। বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়, আরসিসি পোলের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি আরসিসি পোলের একক মূল্যও পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তিত একক মূল্য নির্ধারনের ক্ষেত্রে বাজারদর যাচাই কিংবা ঠিকাদারের সাথে কোনরূপ নেগোসিয়েশন করা হয়নি। এমনকি, ভেরিয়েশন অনুমোদন করার ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৮০(২) অনুযায়ী প্রতিবন্ধ কার্যের বিপরীতে ঠিকাদার কর্তৃক মূল্য পরিশোধের অনুরোধের সহিত দাবীকৃত পাওনার বিস্তারিত হিসাব ও পরিমাণের উল্লেখসহ অনুমোদিত ছকে বিবরণ দাখিল করার কথা থাকলেও কোনরূপ বিবরণ বা পরিবর্তিত স্বাক্ষর ডিজাইন প্রকল্প কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষা দলকে দেখাতে সমর্থ হয়নি। ফলে, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ একেব্রতে কোন নিয়ম না মেনে একক মূল্য পরিবর্তন করে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত ৪,৮৮,৭৭,১৬৮.০০ টাকা পরিশোধ করায় প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ৪,৮৮,৭৭,১৬৮.০০ টাকা। বিস্তারিত বিবরণ পরিশোধে দেখানো হলো-০৬।

উক্ত লেনদেনকালে জনাব বিকর্ণ কুমার ঘোষ (০৮.০২.২৫১৭-৩১.০১.২০২৩) এবং জনাব গ্রেগর কুমার সাহা (০১.০২.২০২৩-১১.১২.২৩) প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

অনিয়ন্ত্রের কারণ: পিসিসি লংঘন করে ইউনিট রেট পরিবর্তন বরে-ঠিকাদারকে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান।

অতিরিক্ত প্রতিষ্ঠানের জবাব: প্রকল্প কর্তৃপক্ষ আপন্তি রিভিউ করেছে এবং দেখতে পেয়েছে যে, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ইউনিট রেট পরিবর্তন করেছে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে যা প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির দ্বারা অনুমোদিত। পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়েছে প্রচলিত মার্কেট প্রাইজ ও বর্ণিত প্রাইজ তুলনা করার জন্য। ফাইন্যালি ইউনিট রেইট পরিবর্তনের বিষয়টি সিসিজিপি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে আপন্তি নিষ্পত্তি করা হোক।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব আপনি নিম্পত্তির সহায়ক নয় কেননা অতিরিক্ত আইটেমসমূহের মূল্য পরিশোধের ফেত্রে পিপিআর-২০০৮ এর নির্দেশনা মোতাবেক কোন ভেরিয়েশন স্টেটমেন্ট প্রস্তুত করা হয়নি এবং বাজার দর যাচাই করে ঠিকাদারের সাথে কোনরূপ নেগোসিয়েশন করা হয় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ: ঠিকাদারকে অতিরিক্ত প্রদানকৃত অর্থ আদায় করত: সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৭

শিরোনাম: সরবরাহকারীকে বিল প্রদানের বিপরীতে ভ্যাট ও আইটি সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ২৫,৬১,৬৭,০০১.৩০ টাকা।

বিবরণ:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনস্থ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত “জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো টাইয়ান (ইনকো-সরকার ওয়ার্কার) (ওয়ার্কশপার্ট)” প্রকল্পের শুরু হতে ২০২২-২৩ অর্থবিচ্ছেদের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, সরবরাহকারীকে বিল প্রদানের বিপরীতে ভ্যাট ও আইটি সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ২৫,৬১,৬৭,০০১.৩০ টাকা।

নিরীক্ষা দল কর্তৃক প্রকল্পের চুক্তিপত্র, আরডিপিপি, ফিল্যাপিয়াল স্টেটমেন্ট এবং ড্রডাউন যাচাই করা হয়েছে। উক্ত ডকুমেন্টসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রকল্প কর্তৃপক্ষ চায়না রেলওয়ে ইন্টারন্যাশনাল এক্সপ্রেস কো. লিমিটেড এর সাথে ৩১.০৮.২০১৬ খ্রি তারিখে ১২২৭৪১.৪৯ লাখ টাকা মূল্যের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির আওতায় চায়না রেলওয়ে ইন্টারন্যাশনাল এক্সপ্রেস কো. লিমিটেড কর্তৃক নেটওয়ার্কের সার্ভের, ডিজাইন, নেটওয়ার্কের জন্য যন্ত্রপাতি উৎপাদন ও সরবরাহ এবং এসব যন্ত্রপাতির এর ইস্টেল, ইনটিপ্রেট, টেস্টিং, কমিশন এবং এগুলোর অপারেশন ও মেইনটেনান্স সাপোর্ট প্রদান করা হবে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় প্রকল্প কর্তৃপক্ষ এসব যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য বিভিন্ন ড্র-ডাউনের মাধ্যমে সাপ্লায়ারকে বিভিন্ন বিল প্রদান করে। এছাড়াও প্রকল্প কর্তৃপক্ষ এসব যন্ত্রপাতির ইস্টলের বিপরীতে ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস ও রিলেটেড সার্ভিস প্রদানের জন্যও সরবরাহকারীকে বিল প্রদান করে। সাপ্লায়ার কর্তৃপক্ষ ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস ও রিলেটেড সার্ভিস এর বিপরীতে বিল প্রদান করা হলেও এর উপর বর্তিত ভ্যাট ও আইটি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হ্যানি।

সাপ্লায়ারের সাথে চুক্তির ভলিউম-০১ এর ক্লজ-১১.২ অনুযায়ী, সমস্ত ধরনের কাস্টমেস ডিউটি, ভ্যাট এবং আরোপিত অন্যান্য কর ও চার্জ বিসিসি কর্তৃপক্ষ বহন করা হবে। সুতরাং চুক্তি অনুযায়ী সমস্ত ধরনের ভ্যাট ও ট্যাক্স প্রদানের দায়িত্ব বিসিসির। কিন্তু প্রকল্প কর্তৃপক্ষ তা করেনি। এনবিআর এর এসআরও নং-১৪/মুসক/২০১৭, তারিখ: ০১.০৭.২০১৭ এবং এসআরও নং-০৬/মুসক/২০১৮, তারিখ: ০৭.০৬.২০১৮ অনুযায়ী বিদেশী সরবরাহকারীর বিলের বিপরীতে ৫% ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।

ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্স, ১৯৮৪ এর সেকশন ৫৬ অনুযায়ী বিদেশি সরবরাহকারীর বিলের বিপরীতে ৭.৫% ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে। কিন্তু প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস ও রিলেটেড সার্ভিস এর বিল প্রদানের বিপরীতে কোন ভ্যাট ও আইটি বাবদ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেনি। ভ্যাট ও আইটি বাবদ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ২৫,৬১,৬৭,০০১.৩০ টাকা। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্টে দেখানো হলো-০৭।

উক্ত লেনদেনকালে জন্মাব বিকর্ণ কুমার ঘোষ (০৮.০২.২০১৭-৩১.০১.২০২৩) এবং জন্মাব প্রগব কুমার সাহা (০১.০২.২০২৩-২১.১২.২৩) প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

অনিয়ন্ত্রিত কারণ: চুক্তির ভলিউম-০১ এর ক্লজ-১১.২ এবং এনবিআর এর এসআরও নং-১৪/মুসক/২০১৭, তারিখ: ০১.০৭.২০১৭ এবং এসআরও নং-০৬/মুসক/২০১৮, তারিখ: ০৭.০৬.২০১৮ এবং ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্স, ১৯৮৪ এর সেকশন ৫৬ এর লংঘন।

অভিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: জি.টি.জি. কন্ট্রাক্টর ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক হয়ে ইআরডি এর মাধ্যমে সিআরআইজি কে সমস্ত পেমেন্ট করা হয়েছে। সমস্ত সরকারি সংস্থা চুক্তির শর্ত পর্যবেক্ষণ করে সিআরআইজি কে ফাস্ট রিলিজ করেছে। বর্ণিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী আপত্তি নিষ্পত্তি করা হোক।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয় কেননা সাপ্লায়ারের সাথে চুক্তির ভলিউম-০১ এর ক্লজ-১১.২ অনুযায়ী, সমস্ত ধরনের কাস্টমেস ডিউটি, ভ্যাট এবং আরোপিত অন্যান্য কর ও চার্জ বিসিসি কর্তৃপক্ষ বহন করা হবে। সুতরাং চুক্তি অনুযায়ী সমস্ত ধরনের ভ্যাট ও ট্যাক্স প্রদানের দায়িত্ব বিসিসির। কিন্তু বিসিসির পক্ষে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ তা করেনি।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিকৃত অর্থসরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৮

শিরোনাম: টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন লংঘন করে গাড়ি ক্রয় বাবদ অনিয়মিতভাবে খরচ করা হয়েছে ১,৫০,২৪,২৭৫.৫১ টাকা।

বিবরণ:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনস্ত বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত “জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উয়াইল (ইনফো-সরকার ওয়া পর্যায়) (ওয়া সহানুষ্ঠিত)” প্রকল্পের শুরু হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন লংঘন করে গাড়ি ক্রয় বাবদ অনিয়মিতভাবে খরচ করা হয়েছে ১,৫০,২৪,২৭৫.৫১ টাকা।

নিরীক্ষা দল কর্তৃক প্রকল্পের চুক্তিপত্র, বিওকিউ, টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন, আরডিপিপি, কাস্টমস অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট এবং ড্র-ডাউন যাচাই করা হয়েছে। উক্ত ডকুমেন্টসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ চায়না রেলওয়ে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ কো. লিমিটেড এর সাথে ৩১.০৮.২০১৬ খ্রি. তারিখে ১২২৭৪১.৪৯ লাখ টাকা মূল্যের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির আওতায় চায়না রেলওয়ে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ কো. লিমিটেড কর্তৃক নেটওয়ার্কের সার্ভের, ডিজাইন, নেটওয়ার্কের জন্য যন্ত্রপাতি উৎপাদন ও সরবরাহ এবং এসব যন্ত্রপাতির এর ইস্টেল, ইনটিগ্রেট, টেস্টিং, ফিলিশন এবং এন্টেনার অপারেশন ও মেইনটেনান্স সাপোর্ট প্রদান করা হবে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়, চুক্তির বিওকিউ অনুযায়ী সরবরাহকারী (চায়না রেলওয়ে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ) একটি জীপ, একটি মাইক্রোবাস ও ২টি পিকআপ সরবরাহ করবেন। এর জন্য চুক্তিমূল্য ১৫,১৫,৬৬৩.০০ সিএনওয়াই যার সমপরিমাণ ১,৭৮,৩৯,৩৫৩.৫০ টাকা (১সিএনওয়াই = ১১.৭৭ টাইটি)। চুক্তিপত্রের ভলিউম-০১ এনেক্স-সি অনুযায়ী, চারটি গাড়িরই কান্তি অব অরিজিন হবে জাপান। কিন্তু কাস্টমস অ্যাসেসমেন্ট শীট ও বিল অব লেডিং যাচাই করে দেখা যায়, ৪টি গাড়ির মধ্যে তিনটি গাড়ির কান্তি অব অরিজিন হলো ইন্দোনেশিয়া এবং ডাবু কেবিন পিকআপের কান্তি অব অরিজিন হলো থাইল্যান্ড। সুতরাং সরবরাহকারী টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে গাড়িগুলো সরবরাহ করেননি। আবার প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গাড়িগুলো বুঝে নেননি। টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন ঠিক না থাকা সম্বেদে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ২৬.০৭.২০১৮ তারিখে গাড়িগুলো সরবরাহের নিমিত্তে বিল পরিয় শাখের জন্য সুপারিশ করে। ফলে টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন লংঘন করে গাড়ি ক্রয় করায় অনিয়মিতভাবে খরচ করা হয়েছে ১,৫০,২৪,২৭৫.৫১ টাকা। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্টে দেখানো হলো-০৮।

উক্ত লেনদেনকালে জনাব বিরক্ত কুমার ঘোষ (০৮.০২.২০১৭-৩১.০১.২০২৩) এবং জনাব প্রণব কুমার সাহা (০১.০২.২০২৩-২১.১২.২৩) প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

অনিয়মের কারণ: চুক্তিপত্রের ভলিউম-০১ এর আনেক্স-সি এর লংঘন।

অভিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: প্রকল্প অফিস ইসুটি পর্যালোচনা করেছে এবং দেখতে পেয়েছে যে সরবরাহকারী অনুমোদিত টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সমস্ত যানবাহন সরবরাহ করেছে। কিন্তু চুক্তির শীর্ষ অনুযায়ী সরবরাহকৃত যানবাহনের কান্তি অব অরিজিন জাপান কিন্তু থাইল্যান্ডে প্রায়েই করা হয়েছে। সরবরাহকারী প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে মূল দেশের কান্তি অব অরিজিন সাটিফিকেট দিয়েছে। মূল দেশের সাটিফিকেটের উপর ভিত্তি করে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ দ্বারা শুল্ক মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছিল। অবশ্যে বন্দর কর্তৃপক্ষ যানবাহন ছেড়েদেয়। উল্লেখিত ব্যাখ্যা বিবেচনা করে, নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণটি বাদ দেওয়া যেতে পারে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয় কেবল মূল চুক্তি অনুযায়ী গাড়ির কান্তি অব অরিজিন হবে জাপান। কিন্তু কাস্টমস অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টে দেখা যায় গাড়িগুলোর কান্তি অব অরিজিন জাপান নয়।

• **নিরীক্ষার সুপারিশ:** দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিপরীতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যিক।

ଆୟ-୨(୩)

NON-SFI অনুচ্ছেদ সমূহ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	মন্তব্য
০৯	চুক্তির শর্ত লজেন করে পরামর্শদাতাদের ডেলিভারেবল নিশ্চিত না করেই পরামর্শকদের অনিয়মিতভাবে অর্থ প্রদান করা হয়েছে ১,২০,০০,০০০.০০ টাকা।	১,২০,০০,০০০.০০	ফিন্যান্সিয়াল প্রজেক্ট অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-০৫
১০	পিপিআর-২০০৮ এ বন্িত নির্দেশনা অনুসরণ না করে ভেরিয়েশন করে অনিয়মিতভাবে ১০৩,৮৩,৮২,০২৪/- টাকা অনিয়মিত ব্যয়।	০	
১১	চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সেবা প্রদানকারীকে অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ করা হয়েছে ৩৪,৪৭,৫৩৬.০০ টাকা।	৩৪,৪৭,৫৩৬.০০	ফিন্যান্সিয়াল প্রজেক্ট অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-০৬
১২	পিপিপি চুক্তি লংঘন করে প্রজেক্ট গ্রেস্পানী ইউনিয়ন পপের রক্ষণাবেক্ষণ করছে না।	০	ফিন্যান্সিয়াল প্রজেক্ট অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-০৪
১৩	সরকারি নির্দেশনা ভঙ্গ করে মুনাফা অর্জনকারী ডিপোজিট একাউন্টের পরিবর্তে ফারেন্ট একাউন্ট খোলা হয়েছে।	০	ফিন্যান্সিয়াল প্রজেক্ট অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-০৩
	সর্বমোট	১,৫৪,৪৭,৫৩৬.০০	

কথায়: এক কোটি চুয়ান লক্ষ সাতচালিশ হাজার পাঁচশত ছয়শশ টাকা মাত্র।

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৯ (ফিলাপিয়াল প্রজেক্ট অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-০৫)

শিরোনাম: চুক্তির শর্ত লজ্জন করে পরামর্শদাতাদের ডেলিভারেবল নিশ্চিত না করেই পরামর্শকদের অনিয়মিতভাবে অর্থ প্রদান করা হয়েছে ১,২০,০০,০০০.০০ টাকা।

বিবরণ:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনস্থ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত “জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ওয়ার্কার) (৩য় সংশোধিত)” প্রকল্পের শুরু হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, চুক্তির শর্ত লজ্জন করে পরামর্শদাতাদের ডেলিভারেবল নিশ্চিত না করেই পরামর্শকগণকে অনিয়মিতভাবে অর্থ প্রদান করা হয়েছে ১,২০,০০,০০০.০০ টাকা।

নিরীক্ষা দল কর্তৃক আরডিপিপি, পরামর্শকদের চুক্তির নথি, বিল/ভাউচার, বেতন বিবরণী ইত্যাদি যাচাই করা হয়েছে। উক্ত ডকুমেন্টসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২৮/০৬/২০২২ খ্রি। তারিখে মোট ০৭টি পৃথক সময় ভিত্তিক চুক্তি প্রকল্প পরিচালক এবং পরামর্শক মোঃ এনামুল কবির, আহমদ আল মাসুদ, মোঃ রফিকুর রহমান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মোঃ আবু মাসুম, মোঃ হারুন অর রসিদ, মোহাম্মদ জাকির উদ্দিন খান এর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় যার মোট চুক্তিমূল্য ১,২০,০০,০০০.০০ টাকা।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়, পরামর্শকগণ ০১/০৭/২০২২ খ্রি। থেকে ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি। পর্যন্ত পারিশ্রমিক হিসেবে মোট ১,২০,০০,০০০.০০ টাকা গ্রহণ করেন কিন্তু চুক্তির শর্তের ক্লজ-১৩,অ্যানেক্স-সি অনুযায়ী পরামর্শকগণের চুক্তি স্বাক্ষরের ০১ মাস পরে ইনসেপশন রিপোর্ট, মাসিক এবং ত্রৈমাসিক অগ্রগতি রিপোর্ট, খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।পেমেন্ট সিডিউল মোতাবেক এসকল রিপোর্ট ছাড়া পরামর্শকগণের অনুকূলে কোনরূপ মূল্য পরিশোধ করা যাবে না। অডিটকালীন প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে উক্ত রিপোর্টসমূহ বারবার চাওয়া হলেও প্রকল্প কর্তৃপক্ষ তা সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়। ফলস্বরূপ,নিরীক্ষাদল মনে করে, চুক্তির শর্ত লজ্জন করে পরামর্শদাতাদের ডেলিভারেবল নিশ্চিত না করেই পরামর্শকগণকে অনিয়মিতভাবে অর্থ প্রদান করা হয়েছে ১,২০,০০,০০০.০০ টাকা। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্টে দেখানো হলো-(পরিশিষ্ট-৯)।

জনাব বিকর্ণ কুমার ঘোষ (০৮.০২.২০১৭-৩১.০১.২০২৩) এবং জনাব প্রণব কুমার সাহা (০১.০২.২০২৩-২১.১২.২৩) প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব: প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কোন জবাব প্রদান করেননি।

নিরীক্ষা মন্তব্য: চুক্তির শর্ত লংঘন করে প্রকল্পের পরামর্শকগণ বিভিন্ন ডেলিভারেবল (ইনসেপশন রিপোর্ট, মাসিক এবং ত্রৈমাসিক অগ্রগতি রিপোর্ট, খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন) প্রদান না করা সত্ত্বেও পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: প্রকল্পের পরামর্শকগণ ডেলিভারেবল প্রদান না করায় পরামর্শকদের প্রদানকৃত অর্থ ফেরত নিয়ে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নম্বর: ১০

শিরোনাম: পিপিআর-২০০৮ এ বন্িত নির্দেশনা অনুসরণ না করে ভেরিয়েশন করে অনিয়মিতভাবে ১০৩,৮৩,৮২,০২৪/- টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণ:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনস্থ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত “জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইলফো-সরকার ওয়ার্কিং) (ওয়ার্কশোপিং)” প্রকল্পের শুরু হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, পিপিআর-২০০৮ এ বন্িত নির্দেশনা অনুসরণ না করে ভেরিয়েশন করে অনিয়মিতভাবে ১০৩,৮৩,৮২,০২৪/- টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

নিরীক্ষাকালে প্রকল্পের ডিপিপি, অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন সংক্রান্ত কাজের নথিসমূহ পর্যালোচনা করা হয়; উক্ত নথিসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১২৯৩ টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন কাজের জন্য সামগ্রি কমিউনিকেশনস লিমিটেড এর সাথে ১৮৮,৫২,৩৫,৪৫৮/- টাকা এবং অর্বাচ্ছিন্ন ১৩০৭ টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন কাজের জন্য ফাইবার এট হোম লিমিটেডের সাথে ১৮৯,৯৪,২০,৭১৭/- টি কার চুক্তি সম্পাদিত হয়। কয়েকদফা সংশোধনের পর প্যাকেজ দৃটির সংশোধিত চুক্তিমূল্য দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৪৩,০৪,২৩,৯০৮,১৮ এবং ২৩৯,২৬,১৪,২৯০,৯৩ টাকা। উল্লেখ্য, একাধিক দফায় ভেরিয়েশন করা হলেও পিপিআর এর বিধি মোতাবেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আইটে মসমূহের কোনরূপ স্টেটমেন্ট প্রস্তুত করা হয়নি। ফলে কোন কোন আইটেমের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে তা যথাযথভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। উপরন্ত কোনরূপ সার্ভে রিপোর্ট ব্যতিরেকে বৈদ্যুতিক পোল এবং অপটিক্যাল ফাইবার এর পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া বৈদ্যুতিক পোলের ভেরিয়েশনের ক্ষেত্রে আইটেমটি মূল চুক্তির অনুরূপ হওয়া সত্ত্বেও পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৮০(ক) লজ্জান করে মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। ফলে পিপিআর-২০০৮ এ বন্িত নির্দেশনা অনুসরণ না করে ভেরিয়েশন করে অনিয়মিতভাবে (৫৪,৫১,৮৮,৮৫০+৪৯,৩১,৯৩,৫৭৩)= ১০৩,৮৩,৮২,০২৪/- টাকা অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৮০(ক) লজ্জান।

অভিটি প্রতিটানের জবাব: প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কোন জবাব দেন নি।

নিরীক্ষা ঘট্টব্য: চুক্তির ভেরিয়েশন হলে কোন কোন আইটেমে ভেরিয়েশন হচ্ছে তার স্বপক্ষে কমপারেটিভ স্টেটমেন্ট তৈরি করতে হয় যা করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ: দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নম্বর: ১১ (ফিল্ডপ্রিমাল প্রজেক্ট অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-০৬)

শিরোনাম: চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সেবা প্রদানকারীকে অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ করা হয়েছে ৩৪,৪৭,৫৩৬.০০ টাকা।

বিবরণ:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনস্থ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত “জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইলেক্ট্রো-সরকার ৩য় পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)” প্রকল্পের শুরু হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সেবা প্রদানকারীকে অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ করা হয়েছে ৩৪,৪৭,৫৩৬.০০ টাকা।

নিরীক্ষা দল কর্তৃক RDPP, চুক্তির নথি, বিল/ভাউচার ইত্যাদি যাচাই করা হয়েছে। উক্ত ডকুমেন্টসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৭/১১/২০১৯ খ্রি. তারিখে প্যাকেজ নং- info3/SD18/IFT 2018-2019 এর অধীনে প্রকল্প পরিচালক ও আল মদিনা রেন্ট এ কার (সেবা প্রদানকারী), ১/৫, পূর্ব বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪ এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার মেয়াদ ৩০/০৬/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত চুক্তি অনুযায়ী একটি মাইক্রোবাস ও একটি সেডান কার মাসিক বডি ভাড়া ও চালকদের বেতনসহ যথাক্রমে ৬১,৯৫০.০০ টাকা এবং ৫৬,০০০.০০ টাকায় ভাড়া করা হয়েছিল।

সংশোধিত চুক্তির কপি হতে দেখা যায়, ৩০/০৬/২০২২ খ্রি. পর্যন্ত দ্রুই দফায় চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় কিন্তু নিরীক্ষিত বিল-ভাউচার হতে দেখা যায়, চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও আল মদিনা রেন্ট এ কার এর অনুকূলে ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত মোট ৩৪,৪৭,৫৩৬.০০ টাকা পরিশোধ করা হয় কিন্তু পিপিআর-২০০৮, বিধি-৭৬(৫) অনুযায়ী চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি না করে সেবা প্রদানকারীকে বিল পরিশোধ করা যাবে না।

এমতাবস্থায়, চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সেবা প্রদানকারীকে অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ করা হয়েছে ৩৪,৪৭,৫৩৬.০০ টাকা।
বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্টে দেখানো হলো-(পরিশিষ্ট-১১)।

জনাব বিকর্ণ কুমার ঘোষ (০৮.০২.২০১৭-৩১.০১.২০২৩) এবং জনাব প্রণব কুমার সাহা (০১.০২.২০২৩-২১.১২.২৩) প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

অনিয়মের কারণ: পিপিআর-২০০৮, বিধি-৭৬(৫) এর লজ্জন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব: এক্সিট মিটিংয়ে প্রয়োজনীয় প্রমাণক উপস্থাপন করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয় কেননা কন্ট্রাক্ট এর ভেলিডিটি পরিয়ড অবশ্যই বাড়াতে হবে। কন্ট্রাক্ট হলো সার্টিস প্রদানের জন্য লেগ্যাল ম্যানডেট।

নিরীক্ষার সুপারিশ: সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বর: ১২ (ফিল্যাসিয়াল প্রজেক্ট অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-০৮)

শিরোনাম: পিপিপি চুক্তি লংঘন করে প্রজেক্ট কোম্পানী ইউনিয়ন পপের রক্ষণাবেক্ষণ করছে না।

বিবরণ:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনস্ত বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত “জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনকো-সরকার ৩য় পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)” প্রকল্পের শুরু হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, পিপিপি চুক্তি লংঘন করে প্রজেক্ট কোম্পানী ইউনিয়ন পপের রক্ষণাবেক্ষণ করছে না।

নিরীক্ষা দল কর্তৃক প্রকল্পের চুক্তিপত্র, পিপিপি চুক্তি যাচাই করা হয়েছে। ডকুমেন্টসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ সামিট কমিউনিকেশন লিমিটেড এর সাথে ২৫.০৯.২০১৭ খ্রি. তারিখে প্যাকেজ নং-ডারিউডি-০২ এর অধীনে ১৮৮,৫২,৩৫,৪৫৮.০০ টাকা মূল্যের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির আওতায় সার্টিফিকেশন লিমিটেড কর্তৃক উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদে নেটওয়ার্ক টোপলজীর সার্ভে, ডিজাইন করা হবে, একটিভ ডিজাইনের ইস্টলেশন, টেস্টিং ও কমিশনিং করা হবে, অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের লাইন টানা এবং পপ রিনোভেশন করা হবে। উপর্যুক্ত চুক্তির আওতায় কাজটি সম্পূর্ণ হলে পপগুলোর মেইনটেনেন্স, রিপেয়ার, আপগ্রেডেশন, রিপ্লেসমেন্ট ও রেভেনিউ শেয়ারিং এর জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ সামিট কমিউনিকেশন লিমিটেড এর সাথে পিপিপি মডেলে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে ২২.০৫.২০২৩ খ্রি. তারিখে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়, প্রকল্পের শেষে ইউনিয়ন পপগুলোর অপারেশন এবং মেইনটেনেন্স এর জন্য সামিট কমিউনিকেশন লিমিটেড এর সাথে একটি পিপিপি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির পার্ট-৪ এর ধারা ১৫.১(ভি) অনুযায়ী, প্রজেক্ট কোম্পানী ইউনিয়ন পপগুলোতে স্থুত ও নিরবিশ্ব সার্ভিস দেয়ার জন্য সমস্ত ধরনের ইন্সপেক্ট ও একসেসরিজ এর রিপ্লেস করে দিবে। অর্থাৎ সমস্ত ধরনের রিপ্লেস ও মেইনটেনেস এর কাজ করবে। উক্ত কাজ যাচাইয়ে ১ জন্য অডিট এনগেজমেন্ট টিম সুনামগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার লক্ষণশীল ইউনিয়নের ইউনিয়ন পপগুলি সরেজিনে প্রদর্শনের বিদ্রোহ গ্রহণ করে। বাস্তব যাচাইয়ে (বাস্তব যাচাই এর তারিখ: ২৩.০২.২০২৪ খ্রি. সিস্টেম এনালিস্ট জনাব আতিকুল ইসলাম তার উপস্থিতিতে) ওডিএফ কানেকশন এর সমস্ত তার ইন্দুর কেটে দেয়ায় ওডিএফ কানেকশন অফ পাওয়া যায়। কিন্তু ওডিএফ কানেকশন পুনঃস্থাপনে কোন ব্যবস্থা অডিটের শেষ দিন পর্যন্ত নেয়া হয় নাই। আবার রেকটিফিয়ারের কুলার মেশিন যথাযথভাবে কাজ না করায় পপগুলে প্রচুর শব্দ তৈরি হতে দেখা যায়। আবার পপ রুমে প্রচুর পরিমাণে ধূলা ও মাকড়সার জ্বাল দেখতে পাওয়া যায় যা টেক্টওয়ার্ক যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতিগুলোকে খুব দ্রুতই নষ্ট করে দিবে। কিন্তু পিপিপি চুক্তি অনুযায়ী পপগুলোর অপারেশন এন্ড মেইনটেনেন্স এর সমস্ত দায়িত্ব প্রজেক্ট কোম্পানীগুলোর যা প্রজেক্ট কোম্পানীগুলো যথাযথভাবে পালন করছে না। ফলে ইউনিয়ন ১০ গুলো হতে জনগন প্রত্যাশিত সার্ভিস পাচ্ছেনা বিধায় প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে।

উক্ত লেনদেনকালে জনাব বিকর্ণ কুমার ঘোষ (০৮.০২.২০১৯-৩১.০১.২০২৩) এবং জনাব প্রগব কুমার সাহা (০১.০২.২০২৩-২১.১২.২৩) প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

অনিয়ন্ত্রিত কারণ: পিপিপি চুক্তির পার্ট-৪ এর ধারা ১৫.১(ভি) এর বাংলা।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব: অডিট ইস্যুর উপর ভিত্তি করে প্রজেক্ট কোম্পানীকে পত্র দেয়া হয়েছে এবং তারা প্রয়োজনীয় রেকটিফিকেশন করেছেন। প্রজেক্ট কোম্পানী বিসিসি কে কমিটিতেই দিয়েছে যে সমস্ত কার্যক্রম তারা পিপিপি চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদন করবে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: ইউনিয়ন পপগুলো যথাযথভাবে মেরামত করতে প্রজেক্ট কোম্পানীকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে এবং বিসিসির তদারকি বাড়াতে হবে।

অনুচ্ছেদ নম্বর: ১৩ (ফিন্যান্সিয়াল প্রজেক্ট অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-০৩)

শিরোনাম: সরকারি নির্দেশনা ভঙ্গ করে মুনাফা অর্জনকারী ডিপোজিট একাউন্টের পরিবর্তে কারেন্ট একাউন্ট খোলা হয়েছে।

বিবরণ:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনস্থ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত “জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ৩য় গৰ্ষ্যা) (৩য় সংশোধিত)” প্রকল্পের শুরু হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, সরকারি নির্দেশনা ভঙ্গ করে মুনাফা অর্জনকারী ডিপোজিট একাউন্টের পরিবর্তে কারেন্ট একাউন্ট খোলা হয়েছে।

নিরীক্ষা দল কর্তৃক প্রকল্পের ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ক্যাশ বুক এবং বিল/ভাউচার যাচাই করা হয়েছে। ডকুমেন্টসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ১৪.২.২০১৭ খ্রি তারিখে সোনালী ব্যাংক পাবলিক সার্ভিস কমিশন রাষ্ট্রে একটি অপারেটিং ব্যাংক একাউন্ট খুলে। এটি একটি চলতি হিসাব (কারেন্ট একাউন্ট)। কিন্তু ফিন্যান্স মিনিস্ট্রির অর্ডার নং-MF/FD/DRS/85/96/931 তারিখ: ২৪.১০.১৯৯৬ অনুযায়ী প্রকল্পের জন্য অপারেটিং ব্যাংক একাউন্ট একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে খুলতে হবে। উক্ত একাউন্টটি অবশ্যই মুনাফা অর্জনকারী হতে হবে এবং অর্জিত মুনাফা প্রত্যেক বছরের জানুয়ারী ও জুলাই মাসে সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হবে। কিন্তু সরকারী নির্দেশনা ভঙ্গ করে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ একটি কারেন্ট একাউন্ট খুলেছে। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী একটি মুনাফা অর্জিত শর্ট ডিপোজিট একাউন্ট খুলতে হত। মুনাফা অর্জিত ব্যাংক একাউন্ট না খোলায় সরকার বিশাল পরিমাণ মুনাফা অর্জণ হতে বাধ্যতামূলক হয়েছে।

উক্ত লেনদেনকালে জনাব বিকর্ণ কুমার ঘোষ (০৮.০২.২০১৭-৩১.০১.২০২৩) এবং জনাব প্রণব কুমার সাহা (০১.০২.২০২৩-২১.১২.২৩) প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

অনিয়ন্ত্রিত কারণ: ফিন্যান্স মিনিস্ট্রির অর্ডার নং- MF/FD/DRS/85/96/931 তারিখ: ২৪.১০.১৯৯৬ এর লংঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব: প্রয়োজনীয় বিষয়াদি পরিবর্তাতে সরবরাহ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয় কেননা প্রকল্প কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল কারেন্ট একাউন্টের পরিবর্তে মুনাফা অর্জনকারী ডিপোজিট একাউন্ট খোলা।

নিরীক্ষার সুপারিশ: দায়ী ব্যক্তিদের বিকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট নম্বর-০১
অনুচ্ছেদ নম্বর-০১

অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ভঙ্গ করে রাজস্ব খাত হতে আগত প্রকল্প কর্মকর্তাদের অনিয়মিতভাবে প্রকল্প সুবিধা (এবং অব এ্যালোয়েন্স)

দেয়ায় প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি ২৯,৭৭,৫২৫.০০ টাকা।

ক্র. নং	অফিসের নাম	অ্যালোয়েন্স এর নাম	বাদেরকে দেয়া হলেছে	টাকা পরিশোধের পরিমাণ	আর্থিক বছর	মন্তব্য
০১	প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়, ইনফো-সরকার, ফেইজ-৩	এব অব অ্যালোয়েন্স	ড. বিকল্প কুমার ঘোষ, প্রকল্প পরিচালক	৪৭২৭২০	২০১৬-১৭ (ফেব্রু-জুন, ২০১৭), ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯	চেক নং- ১৭০৮২৩৩, ১৮.০৮.১৯
০২	"	"	মো. নাসির উদ্দিন, উপ প্রকল্প পরিচালক	২৭১২৪০	২০১৭-১৮ (নভে-জুন, ২০১৮), ২০১৮-১৯	"
০৩	"	"	প্রণব কুমার সরকার, উপ প্রকল্প পরিচালক	৩৯৩২৩৫	২০১৬-১৭ (জুন, ২০১৭), ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯	"
০৪	"	"	ড. বিকল্প কুমার ঘোষ, প্রকল্প পরিচালক	২১৬১৫০	২০১৯-২০	০৮৮৭৫২৫, ২৩.০৬.২০২০
০৫	"	"	মো. নাসির উদ্দিন, উপ প্রকল্প পরিচালক	১৭১০৯০	২০১৯-২০	"
০৬	"	"	প্রণব কুমার সরকার, উপ প্রকল্প পরিচালক	২০০৪৬০	২০১৯-২০	"
০৭	"	"	ড. বিকল্প কুমার ঘোষ, প্রকল্প পরিচালক	২২৪১৬০	২০২০-২১	৯৬২৯১৬২, ২৫.০৫.২০২১
০৮	"	"	মো. নাসির উদ্দিন, উপ প্রকল্প পরিচালক	১৪৮৯০০	২০২০-২১ (১০ মাস)	"
০৯	"	"	প্রণব কুমার সরকার, উপ প্রকল্প পরিচালক	২০৮৩৮০	২০২০-২১	"
১০	"	"	ড. বিকল্প কুমার ঘোষ, প্রকল্প পরিচালক	২৩৭০০০	২০২১-২২	০৭৭১৩৮৩, ২৭.১১.২০২২
১১	"	"	প্রণব কুমার সরকার, উপ প্রকল্প পরিচালক	২১৬৬০০	২০২১-২২	"
১২	"	"	প্রণব কুমার সরকার, উপ প্রকল্প পরিচালক	২১৭৫৯০	২০২২-২৩	৮৫৮১, ০৫.০৬.২০২৩
মোট				২৯,৭৭,৫২৫.০০		

পরিপিট নম্বর-০২
অনুচ্ছেদ নম্বর-০২

সরকার ও বিসিসি এর মাঝে সাবসিডিয়ারি লোন এগ্রিমেন্ট (এসএলএ) স্বাক্ষরিত হয় নাই।

ক্র. নং	প্রকঠের নাম	কলফেশনাল লোন এগ্রিমেন্ট নং	কলারিয়াল কলাইট নং	সাবসিডিয়ারি লোন এগ্রিমেন্ট	এসএলএ এর পরিমাণ	মন্তব্য
০১	ইনফো সরকার ফেইজ-০৩	জিসএল নং-২০১৭(২১) টোটাল নং-(৬২৬) তারিখ: ১০.০৮.২০১৮	চাঁপা রেলওয়ে ইং'স্ট্রান্ড গ্রুপ কো. লিমিটেড, তারিখ: ৩১.০৮.২০১৬	স্বাক্ষরিত হয় নাই	১২২৭৪১.৪৯ লাখ	বিসিসি এর সাথে সরকারের এসএলএ স্বাক্ষরিত হওয়া উচিত যেহেতু বিসিসি একটি স্টেচুটরি পাবলিক অথোরিটি
			মাটি		১২২৭৪১.৪৯ লাখ	

পরিশিষ্ট নম্বর-০৩
অনুচ্ছেদ নম্বর-০৩

প্রকল্প বহির্ভূত কাজে প্রকল্পের গাড়ি ব্যবহার করে এর জ্বালানী ও মেরামত ব্যাবস্থা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে ২০,০৩,০৪৪.০০
টাকা

ক্র. নং	গাড়ী নং	খরচের খাত	খরচের পরিমাণ	বিল নং	মন্তব্য
০১	ঘ ১৮-১৪২৭	জ্বালানী খরচ	৭২৯১৬.০০	সিডি-৫০ ১৭০৮২২৬, ১৫.০৪.১৯	
০২	"	"	২৫০০০.০০	সিডি-৫০ ১৭০৮২৫৬, ২২.০৫.১৯	
০৩	"	"	৪৯৯৪২.০০	সিডি-৫০ ১৭০৮২৯১, ২৫.০৬.১৯	
০৪	"	"	৫৬০০৯.০০	সিডি-৫০ ১৭০৮৩৪০, ০৮.০৮.১৯	
০৫	"	"	৪৩০০০.০০	সিডি-৫০ ১৭০৮৩৬০	
০৬	"	"	৪৬০০০.০০	সিডি-৫০ ১৭০৮৪১৪, ১২.১১.১৯	
০৭	"	"	৪৭০৮৯.০০	সিডি-৫০ ১৭০৮৪৭৩, ১৩.০১.২০	
০৮	"	"	৫৪৫৮২.০০	সিডি-৫০ ১৭০৮৫০১, ১৮.০২.২০	
০৯	"	জ্বালানী খরচ ও মেরামত খরচ	৪৪০৮৬.০০	সিডি-৫০ ০৮৮৭৪৭৭, ১২.০৩.২০	
১০	"	"	৮৪৭৭৫.০০	০৮৮৭৫৩১, ২৩.০৬.২০	
১১	"	"	৬১৩৫৫.০০	০৮৮৭৫৮৩, ২৩.০৮.২০	
১২	"	"	৫৯০০০.০০	০৮৮৭৬৩৯, ১১.১০.২০	
১৩	"	"	৬৬৮৫৫.০০	৯৬২৯০৮০, ২২.১২.২০	
১৪	"	"	৭০৮৯৯.০০	৯৬২৯১০২, ১৪.০২.২১	
১৫	"	"	৮২৪০০.০০	৯৬২৯১২৮, ১৪.০৩.২১	
১৬	"	"	৭৭৬২২.০০	৯৬২৯১৯১, ২০.০৬.২১	
১৭	"	"	৭৭৪৬৩.০০	৬৯৬৮৮৮৩, ০৫.০৯.২১	
১৮	"	"	১০৪৬৪১.০০	৬৯৬৮৯৭০, ৩০.১২.২১	
১৯	"	"	৮৪২২৭.০০	৬৯৬৮৯৮১, ১৭.০১.২২	

২০	”	”	৬১১৯৯.০০	৩৫৫৬৬১৪, ১২.০৮.২২	
২১	”	”	৫৭৫৫৯.০০	০৭৭১২৯৬, ০১.০৬.২০২২	
২২	”	”	১১১৪৬২.০০	০৭৭১৩৬৩, ২২.০৯.২২	
২৩	”	”	২০৫১৬৫.০০	০৭৭১৩৭৬, ১৫.১১.২২	
২৪	”	”	৬৮০০৩.০০	০৭৭১৪১৬, ১৭.০১.২৩	
২৫	”	”	৯৩৭১০.০০	০৭৭১৪৩৯, ০৫.০৩.২৩	
২৬	”	”	৯৫৭৫৭.০০	০৭৭১৪৫৫, ০২.০৮.২৩	
২৭	”	”	৯১৪০০.০০	০৭৭১৪৭৬, ১৬.০৮.২৩	
২৮	”	”	৯১০২৮.০০	০৭৭১৫০৬, ২৫.০৫.২৩	
		মোট	২০,০৭,০৮৮.০০		

পরিশিষ্ট-৪
অনুজ্ঞে-৪

ক্রঃ	কাজের নাম	কার্যাদেশগ্রাহণ প্রতিষ্ঠান	চূক্তিমূল্য	সর্বনিম্ন দরদাতা	উদ্ভৃত মূল্য
০১)	চাকা-ময়মনসিংহ বিভাগে ২২০০ কিলোমিটার ডাক্ট সাপ্লাই (টেক্সার আইডি ১১১৩৫৮)	আরএফএল প্লাস্টিকস লিমিটেড	১৯,২৫,০০,০০০/-	বেঙ্গল প্লাস্টিক পাইপস লিমিটেড	১৭,১৫,৭৮,০০৮/-
০২)	খুলনা-বরিশাল বিভাগে ১৪০০ কিলোমিটার ডাক্ট সাপ্লাই (টেক্সার আইডি ১১১৩৬০)	নাভানা ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড	১১,১৮,৬০,০০২/-	বেঙ্গল প্লাস্টিক পাইপস লিমিটেড	১০,৯১,৮৬,০০২/-
০৩)	রাজশাহী-রংপুর বিভাগে ১৯০০ কিলোমিটার ডাক্ট সাপ্লাই (টেক্সার আইডি ১১৮৩০)	লৌরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজ	১৪,৬৩,০০,০০৩/-		
০৪)	চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগে ২০০০ কিলোমিটার ডাক্ট সাপ্লাই (টেক্সার আইডি ১১১৩৫৯)	বেঙ্গল প্লাস্টিক পাইপস লিমিটেড	১৫,৫৯,৮০,০০৮/-		

পরিশিষ্ট নম্বর-০৫
অনুচ্ছেদ নম্বর-০৫

রেস্পন্সিভ দরবাতা থাকার পরেও গুন্যায় দরপত্র আহবাল করে চুক্তি সম্পাদন করায় আর্থিক ক্ষতি ১,৪০,৬৯,১৯৬/- টাকা।

জেন	রিটেন্ডার করার পর চুক্তির পরিমাণ	প্রাথমিক চুক্তিমূল্য	অতিরিক্ত পরিমাণ খরচ	মন্তব্য
ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগে ২২০০ কিলোমিটার ডাষ্ট সাপ্লাই	192500000	179960004	12539996	
চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগে ২০০০ কিলোমিটার	155980004	188790004	-32810000	
রাজশাহী-রংপুর বিভাগে ১৯০০ কিলোমিটার	146300003	146300003	0	
খুলনা-বরিশাল বিভাগে ১৪০০ কিলোমিটার	111860002.8	77520002	34340000.8	
মোট	606640009.8	592570013	14069996.8	

আরজিসি পোলের ইউনিট রেট পরিবর্তন করে ঠিকাদারকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে অভিযোগ প্রদান করা হয়েছে ৪,৮৮,৭৭,৯৬৮.০০ টাকা।

ক্র. নং	অফিসের নাম	আইটেমের নাম	পরিমাণ	প্রাথমিক ইউনিট রেট	পরিবর্তিত ইউনিট রেট	অভিযোগ প্রদান	টিকাদারের নাম	মন্তব্য
০১	প্রধান অফিস, ইণ্ডিয়া সরকার ফেডার্জ-০৩	সংগ্রহ ও কিঞ্চিং এব অ্যারিয়াল কেবল কল্পিং এক্সপ্রেসরিজ	১১৯৯৯৮	৫০০০	৬১১৬	১৩৭৬	১৬০২৯৭২৮	সার্ভিটি কমিউনিকেশন লিমিটেড
০২	,,	,,	১৫২৬	৫০০০	৬৩৩৬	২০৩৮	২০৩৮৭৩৬	ইণ্ডিয়েস সার্ভারি- ওয়ে
০৩	,,	,,	৪৯১	৫০০০	৬৩৩৬	২০৫৫৯৭৬	২০৫৫৯৭৬	ইণ্ডিয়েস সার্ভারি- ওয়ে
০৪		টিপ্প আরসিসি						
		পেল/এমএস পেল ইণ্ডিয়া ফিটিং এন্ড কিঞ্চিং		২০৯৯৮	৬৩৩৬	১৪৩৬	৩০১৫৩১২৮	ফাইবার এটি হোম লিমিটেড
		মোট					৪,৮৮,৭৭,৯৬৮.০০	

সরবরাহকারীকে বিল প্রদানের বিপরীতে ভাট্ট ও আইটি সরকারি কোষাগারের জয়া না কর্তৃত সরবরাহের আধিক্য ক্ষতি ২৫,৬১,৬৭,০০,৩০ টাকা।

ক্র. নং	অফিসের নাম	শা বাবদ টাকা প্রদান করা হয়েছে	পেমেন্টস অর্থ বাংলায় সিএনওয়াই এ	পেমেন্টস অর্থ বাংলায়	ভাট্ট আরোপ (৫%)	আইটি আরোপ (৭.৫%)	মেট	মজবুত
০১	প্রকল্প অধিস, ইণ্ডিয়া সরকার ফেজ-৩	হাঙ্গিনিয়ারিং সার্ভিস	28058149.01	330244413.85	16512220.69	24768331.04	41280551.73	১ সিএনওয়াই =১১.৭৭ বিটিচি, অডাউন-১৩
বিল্ডিং সার্ভিস								
০২	প্রকল্প অধিস, ইণ্ডিয়া সরকার ফেজ-৩	নেটওয়ার্ক ডিজাইন ও সাইট স্টেচ	18705369.00	220162193.13	11008109.66	16512164.48	27520274.14	
০৩	"	ইণ্জিনিয়ারিং প্রক্রিয়া	16169059.00	190309824.43	9515491.222	14273236.83	23788728.05	
০৪	"	ওয়ার ইউজ	8084530.00	95154918.10	4757745.905	7136618.858	11894364.76	
০৫	"	পিএটি সার্ভিস	11223222.00	132097322.94	6604866.147	9907299.221	16512165.37	
০৬	"	এক্সটি সার্ভিস	5611611.00	66048661.47	3302433.074	4953649.61	8256082.684	
০৭	"	বিস্ট ইণ্সুরেন্স ও থাট পার্টি লায়াবিলিটি ইস্যুরেন্স	4042265.00	47577459.05	2378872.953	3568309.429	5947182.381	

০৮	“	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট	33208763.00	390867140.51	19543357.03	29315035.54	48858392.56	
০৯	“	ওয়ারেন্ট সার্ভিস (২য় ও ৩য় বছর) এবং সেকেন্ড লাইন মেইনটেনেন্স সার্ভিস	49012241.00	576874076.57	28843703.83	43265555.74	72109259.57	
		সর্বমোট	174,115,209.01	204,93,36,010.05	10,24,66,800.50	15,37,00,200.80	25,61,67,001.30	

টেকনিকাল লেসিফিকেশন অংশত করে গাড়ি ক্রয় ব্যবস অলিয়েলভাবে থারচ করা হয়েছে ১,৫০,২৪,২৭৫.৫০ টাকা।

পরিসংগ্ৰহ-০৮
অন্তিম নথৰ-০৮

ক্ৰ. নং	অফিসেৰ নাম	যা কেনা হয়েছে	পৰিমাণ	রেট	মোট	চৰ্তা অনুযায়ী কাপড় আৰ অৱিজিন	চৰ্তা কাপড় আৰ অৱিজিন	মুদ্ৰণ
১০	প্ৰকল্প অধিকাৰ, ইন্ফো সৱকাৰ ফেইজ-০৩	ট্ৰয়োটা ফৰমুলা/জীপ/কেস কাপড় ভোইবল	০১	৪৯,৬৫,৯১৬.০১	৪৯,৬৫,৯১৬.০১	জাপান	ইণ্ডোনেশিয়া	৯তম প্ৰতিই
১১	,,	ট্ৰয়োটা হাইলাক্স/পিকআপ	০২	৫০,২৯,১৭৯.৭৬	১,০০,৫৮,৩৫৯.৫০	জাপান	থাইল্যান্ড	,,
	সৰ্বমোট				১,৫০,২৪,২৭৫.৫০			

বিবরণাম: চাক্ষুর শর্ত সঙ্গত করে পরামর্শদাতাদের ডেলিভারেল লিটিউ না করেই পরামর্শকগণকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে অর্থ প্রদান করা হয়েছে ১,২০,০০,০০০.০০ টাকা।

ক্র.সং.	পরামর্শকের নাম	পদবি	চাক্ষুর তাৰিখ	চাক্ষুর ব্যাণ্ডি	চাক্ষুলা	মুক্তি
০১	মোঃ এগামুন কবিৰ	জুনিয়ৰ লেটওয়াক সেপশালিস্ট (আক্ষমিশন)	২৪/০৬/২০২২	০১/০৭/২০২২ ই.ত ৩০/০৬/২০২৩	১৮,৮০,০০০.০০	
০২	মোঃ রবিন্দ্ৰ বহুল	জুনিয়ৰ লেটওয়াক সেপশালিস্ট (আক্ষমিশন)	২৪/০৬/২০২২	০১/০৭/২০২২ ই.ত ৩০/০৬/২০২৩	১৮,৮০,০০০.০০	
০৩	মোহাম্মদ মনিবজ্জ্বল	জুনিয়ৰ লেটওয়াক সেপশালিস্ট (আক্ষমিশন)	২৪/০৬/২০২২	০১/০৭/২০২২ ই.ত ৩০/০৬/২০২৩	১৮,৮০,০০০.০০	
০৪	মোঃ আবু মাসুম	প্রকিউরেন্ট সেপশালিস্ট	২৪/০৬/২০২২	০১/০৭/২০২২ ই.ত ৩০/০৬/২০২৩	২৪,০০,০০০.০০	
০৫	মোঃ হাফুজ আব রাসিদ (আইপি)	লেটওয়াক সেপশালিস্ট	২৪/০৬/২০২২	০১/০৭/২০২২ ই.ত ৩০/০৬/২০২৩	২৪,০০,০০০.০০	
				মোট	১,২০,০০,০০০.০০	

শিরোনাম: হাস্তির যোগাদ বাছি বাতিলেরকে সেবা প্রদানকারীদের অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিল পরিবেশ করা হয়েছে ৩৪,৮৭,৫০৬.০০ টাকা।

ক্র. নং	সেবা প্রদানকারী	গাঁথি নং	জমা	বাছি ভাট্টা	বাছি ভাট্টালি ও অন্যান্য	মোট	মতবি
০১	আল ইদ্দিনা রেন্ট এ কার	ঢাকা মেজো-চ-১৯-১৮৮৩৬, ঢাকা মেজো-গ-৩২-১৫-৮৮	জলাই/২০২২	১১৭৯৫০.০০	১০৪০৫৭.০০	১২২২০৭.০০	
০২	,,	,,	আগস্ট/২০২২	১১৭৯৫০.০০	১০০১৫৭.০০	১১৮১১৭.০০	
০৩	,,	,,	সেপ্টেম্বর/২০২২	১১৭৯৫০.০০	৮২১৯৩.০০	২০৭৩৭.০০	
০৪	,,	,,	অক্টোবর/২০২২	১১৭৯৫০.০০	৮৫৯৫৯.০০	২০৩৯০৯.০০	
০৫	,,	,,	নভেম্বর/২০২২	১১৭৯৫০.০০	৮৫৯৫৯.০০	২০৩৯০৯.০০	
০৬	,,	,,	ডিসেম্বর/২০২২	১১৭৯৫০.০০	১২১৫৩৬.০০	২৩৩১৪৮৬.০০	
০৭	,,	,,	জানুয়ারি/২০২৩	১১৭৯৫০.০০	১০৩৬২.০০	১১৮৩৩২.০০	
০৮	,,	,,	ফেব্রুয়ারি/২০২৩	১১৭৯৫০.০০	৮০৭১০১.০০	১৯৮২১৬৪.০০	
০৯	,,	,,	মার্চ/২০২৩	১১৭৯৫০.০০	৮০৭১০১.০০	১৯৮২১৬৪.০০	
১০	,,	,,	এপ্রিল/২০২৩	১১৭৯৫০.০০	৮০২৯১৪.০০	১৯৮২৪৮১.০০	
১১	,,	,,	মে/২০২৩	১১৭৯৫০.০০	৭৭৫৯৫৯.০০	১৯৫৯০৯.০০	
১২	,,	,,	জুন/২০২৩	১১৭৯৫০.০০	৬৪৪৭২.০০	১৫২৭১৮.০০	
১৩	,,	,,	মোট			৩৩১৫৩৬.০০	